পার্ব্বতী করেন কোলে সাধনের ধন।
রূপেতে কৈলাস আলো ভুবনমোহন।।
গোলোক-বিহারী-হরি পুত্র রূপ হ'ল।
দেখিবারে দেবগণ কৈলাসেতে এল।।
শঙ্করের পুত্র হ'ল শঙ্কট ভঞ্জন।
বাঞ্ছাপূর্ণকারী হরি জগৎরঞ্জন।।
ভবের আরাধ্য পুত্র পাইল ভবানী।
সকলে দেখিল কিন্তু আসিল না শনি।।
সে কারণ মহাদেবী মনে হ'ল রোষ।
হেন পুত্র পাইলাম শনি অসন্তোষ।।
তাহা শুনি শনি যায় তাহাকে দেখিতে।
তার নারী ঋতুমতী ছিল সে দিনেতে।।
শনির রমণী কয় 'আমি ঋতুমতী'।
ঋতু রক্ষা সময় হ'য়েছে কর রতি।।'
শনি কহে যাব আমি কৈলাস পর্ব্বতে।
হরি হ'ন দুর্গা-সূত তাহাকে দেখিতে।।
হেনকালে সতী! রতি না পারি করিতে।
বিশেষতঃ মাতা দুঃখী আমি না দেখাতে।।
দেখিব গোলোকনাথে পার্ব্বতীর কোলে।'
না করিব রতিক্রিয়া হেন-যাত্রা-কালে।।
এত বলি শনৈশ্চর করিল গমন।
শনির রমণী স্নান করিল তখন।।
''ঋতুরক্ষা না করিয়া যাইবে যথায়!
যারে দেখ তার যেন মুন্ডু খ'সে যায়।।
রাগে রাগে গেল শনি ক্রোধ ছিল মনে।।
রমণীর প্রতি ক্রোধ ছিল যে তখনে।।
ক্রোধ ভরে যায় শনি শিবের ভবন।
অই ক্রোধে পার্ব্বতীর পুত্রকে দর্শন।।
মুন্ডু খন্ড হ'য়ে গেল গন্ডকী পর্ব্বতে।
কীটরূপে শনি যায় মন্ডু সাথে সাথে।।
কীটেতে পর্বত কাটে খন্ড খন্ড শীলে।
খন্ডশীলা পড়ে গন্ডকী নদীর জলে।।
চক্র বিশেষেতে তায় হয় শালগ্রাম।
শালগ্রাম রূপেতে গোলোকনাথ শ্যাম।।
যদ্যপিও এইভাব জাগে কারো মনে।
গোলোকনাথের মুন্ডু খ'সে গেল কেনে?
একে তো শনির নারী তাহার কোপেতে।
আরো তো শনির দৃষ্টি হইল তাহাতে।।
তার মধ্যে আরো আছে পূর্ব্বের ঘটনা।
প্রভু বুঝে হরিভক্তের মনের বাসনা।।
ভগবানের কাজ এই এক কার্য্য হ'তে।
স্বয়ং-এর এত কাজ ঘটে সে কাজেতে।।
ব্রহ্মালোকে যাইয়া দুর্ব্বাসা মুনিবর।
পারিজাত মালা পাইলেন উপহার।।
ব্রহ্মা বলে 'এইমালা যার গলে দিবে।
অগ্রপূজনীয় সেই হইবেক ভবে।।'
পেয়ে হার মুনিবর ভাবে মনে মন।
এই মালা মম গলে না হয় শোভন।।
বনে থাকি বনফল করি যে আহার।
তপস্বীর কভু নাহি সাজে এই হার।।
এত ভাবি হার দিল ইন্দ্র দেবরাজে।
অহঙ্কারে মত্ত ইন্দ্র মালা দিল গজে।।
গজের গলায় মালা বাধাইয়া শুন্ড।
ছিড়িয়া গলার হার করে খণ্ড খণ্ড।।
ছেঁড়া হার পথে দেখি কুপিল দুর্ব্বাসা।
ধ্যানস্থ হইয়া সব জানিল দুর্দ্দশা।।
মুনিবর মনেতে পাইল বড় কষ্ট।
ইন্দ্রকে দিলেন শাপ হও লক্ষ্মীভ্রষ্ট।।
মালার মাহাত্ম্য আছে যে পরিবে গলে।
অগ্রপূজ্য হ'বে সেই ব্রহ্মাদেব বলে।।
ভবানীর পুত্র মুন্ড খন্ড যেই কালে।
চিন্তান্বিত হ'ল বড় দেবতা সকলে।।
নন্দীকে দিলেন আজ্ঞা শীঘ্র চলে যাও।
উত্তর শিয়রী যারে শয়নেতে পাও।।